

অগ্রবীজ-এর ষষ্ঠ ইস্যুর জন্য লেখা আহবান

মূল বিষয়: সাহিত্যের নারী ও নারীর সাহিত্য

নবনীতা দেব সেন একটা ভয়ঙ্কর তথ্য দিয়েছেন আমাদের পাক্ষিক ‘দেশ’ পত্রিকায় (বই সংখ্যা ২০০৯)। জ্ঞানপীঠ বাংলা ভাষার মনোনয়ন কমিটির এক সদস্য হিসেবে নবনীতা দেব সেন আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের নাম প্রস্তাব করলে অপর দু’জন (পুরুষ) সদস্য আপত্তি তোলেন। তথ্যটি ভয়ঙ্কর এই জন্য যে, এই দুই সম্মানিত সদস্যের কেউই তখনো ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ বইটি পড়েননি। যাইহোক, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নবনীতা দেব সেন অন্য সদস্যদের মত পাল্টাতে সমর্থ হন। আশাপূর্ণা দেবী জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিতা হন। নবনীতা দেব সেন লিখছেন, ‘জ্ঞানপীঠের আলোকে এক ওজনদার মহৎ লেখিকাকে অবশেষে আবিষ্কার করলেন বাংলার উন্নাসিক বিদগ্ধ সমাজ।’ নবনীতা দেব সেন রুখে না দাঁড়ালে ‘নারীর সাহিত্য’ মার খেয়ে যেতে পারত।

শরৎচন্দ্রের এক উপন্যাসের এক পুরুষ রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কলহে মেতে ওঠে। স্ত্রী নৈশকালীন এই বিতন্ডার অবসান ঘটাতে বিতন্ডার মধ্যেই একটু মাধুর্য ঢেলে স্বামীকে ফস করে বলে ওঠে ঝগড়া থামিয়ে স্বামীর অন্য কাজটি করতে। নজরুলের ‘নারী’ কবিতার দু’টো লাইন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ

‘নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুখা, সুখায় ক্ষুধায় মিলে

জন্ম লভিছে মহামনবের মহাশিশু তিলে তিলে!’

পুরুষটি অবশ্যই নজরুলের এই কবিতাটি পড়েনি। তবুও অন্তর্গত রক্তের ভেতরের শিক্ষার কারণেই যেন তার মন ঘৃণা ও অবজ্ঞায় ভরে ওঠে। স্ত্রীর আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে সে পাশ ফিরে শোয়। নারী ক্ষুধা দেবার কে? কামনা কেন নারীর তরফ থেকে আসবে? এ তো বেহায়াপনা!

কালিদাস হাজার দেড়েক বছর আগে বিরহকাতর যক্ষের মুখে মেঘের প্রতি আকুল আবেদন করিয়েছেন এই ভাবে: মেঘ তুমি বিদ্যুতের আলো দিও যাতে অভিসারিনীদের অন্ধকারে পথ খুঁজে নিতে সুবিধে হয়, কিন্তু বৃষ্টি বা বজ্রের শব্দ দিও না, কারণ, তারা ভয় পেয়ে যাবে। এ কি অভিসারিনীদের অভিসারে যাবার অধিকারের প্রতি কালিদাসের সম্মান প্রদর্শন, নাকি যে পুরুষগুলো এই নিশীথচারিণীদের জন্য অপেক্ষমান, সেই পুরুষগুলোর প্রতি তাঁর সহানুভূতির নিদর্শন? (পূর্ব মেঘঃ শ্লোক ৩৮ঃ ‘কালিদাসের মেঘদূত’--বুদ্ধদেব বসু)

বিশ্বসাহিত্যে তো বটেই, খোদ বাংলা সাহিত্য ও এমনকী সর্বকালের বাংলা ভাষার সাহিত্যকর্ম এবং এইসব সাহিত্যের স্রষ্টাদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, বিশ্বাস ও দর্শন বিশ্লেষণ করলে অনেক কোমল মধুর জিনিস যেমন বেরিয়ে আসবে, তেমনি বেরিয়ে আসবে হিংস্র দস্তনখরযুক্ত রূঢ় বাস্তবতা। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ও সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকেই তৈরি হয়েছে বহুবিচিত্র নারীচরিত্র। সাহিত্যের বিশাল বারিধির মধ্যে গল্প-নাটক-কবিতা-উপন্যাস তো রয়েছেই, আরো রয়েছে পুরাণ ও তথাকথিত revealed সাহিত্য। আনন্দবাজার পত্রিকার আন্তর্জাল সংস্করণের সাম্প্রতিক ইস্যুর (২০ সেপ্টেম্বর ২০০৯) এক সম্পাদকীয় ব্যাপারটিকে বেশ খানিকটা রস মিশিয়ে পরিবেশন করেছে। ‘দশভূজা প্রহরণধারিণী দেবীটি আসলে বড়ই বেচারি--- আহার বিহার সর্বত্র দেবপুরুষের মতামতই তাঁহাকে মানিয়া লইতে হয়।’ ‘দৈব বাণী হিসেবে প্রাপ্ত সাহিত্যই শুধু নয়, অনেক লেখক-লেখিকাও সমাজে নারীর ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। আবার, কেউ কেউ সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন নারী সম্পর্কে মিথ। সিমন দ্য ব্যুভার তাঁর ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’ বইটিতে পাঁচজন প্রসিদ্ধ লেখকের বইতে কিভাবে এরূপ মিথ তৈরি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

সাহিত্যের নারী ও নারীর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ‘নারীবাদ’ কথাটা এসেই পড়ে। নারীবাদের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে মানুষ হিসেবে সমাজে নারীর ‘সত্যিকারের’ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। নারীবাদের লক্ষ্য অবশ্যই বেগম রোকেয়ার সেই ইউটোপিয় ‘নারীস্থান’ নয় যেখানে সব পুরুষ নারীর ভূমিকায় চলে যাবে আর নারীরা নেবে পুরুষের স্থান দখল করে। কিন্তু এই কথাটাও না মেনে উপায় নেই যে, ‘সত্যিকারের অধিকার’ ব্যাপারটাও অত্যন্ত আপেক্ষিক। নারীবাদের যেমন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে, তেমনি তৈরি হয়েছে এর একটা দার্শনিক ভিত্তি (উদাহরণ, সিমন দ্য ব্যুভারের দার্শনিক তত্ত্ব।)

অগ্রবীজ শুধু সাহিত্যের কাগজ-ই নয়, চিন্তার কাগজও বটে। তাই সাহিত্যে অর্থাৎ কবিতা গল্প নাটক উপন্যাস ইত্যাদিতে নারীকে কিভাবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং যাঁরা এটা করেছেন তাঁদের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ভিত্তি, ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নৈতিক দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা তো থাকবেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বঙ্কিম-এর নারী, রবীন্দ্রনাথের নারী আর শরৎচন্দ্রের নারী এক নয়। আবার লেখকের লিঙ্গভেদে সৃষ্ট নারী-চরিত্রের অথবা নারী-সম্পর্কিত আলোচনার রকমফের হবে এমন কোন কথা নেই। রবীন্দ্রনাথ ‘চিত্রাঙ্গদা’ লেখেন, শরৎচন্দ্র লেখেন ‘নারীর মূল্য’, আর হুমায়ুন

আজাদ লেখেন 'নারী'। আবার 'নারীবেলা' শব্দটির জন্ম হয় এক নারীর কলমেই, উপন্যাসটি লেখা হয় 'হাজার চুরাশির মা', 'হাজার চুরাশির বাবা' নয়। সারা জীবন অবগুষ্ঠণবতী থেকেও নারীর মুক্তির কথাই বলে গেছেন বেগম রোকেয়া।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে, নারীর সাহিত্য বা সাহিত্যের নারী বিষয়ে লিখতে গেলে নারীবাদ, বাংলা সাহিত্যে ইতস্তত ছড়ানো হাজারো নারী চরিত্র, সেই সব চরিত্রের স্রষ্টা ও তাঁদের লেখাসমূহ--- যেখানে বিধৃত হয়েছে এইসব চরিত্রাবলী---সে-সবই বিবেচনায় আসবে। আলোচনা মূলত বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে হবে এমনটা আশা করা সমীচীন হবে না। প্রবন্ধের পাশাপাশি থাকবে ছোট গল্প ও কবিতা যেগুলোর বিষয়বস্তু অবশ্যই কোন সংকীর্ণ গভীর মধ্যে আটকে থাকবে না।

লেখার বিষয়ের একটা প্রস্তাবিত (অবশ্যই অসম্পূর্ণ) তালিকা নিচে দেওয়া হ'লঃ

-সমাজে নারীর অবস্থানের সমাজতাত্ত্বিক, সামাজিক নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, ও দার্শনিক বিশ্লেষণ

-শাস্ত্র, দৈববাণী হিসেবে প্রাপ্ত সাহিত্য, পুরাণ ইত্যাদি সাহিত্যে নারী

-আইনী ব্যবস্থায় নারী

-নারীর সাহিত্য রচনার পরিবেশ ও বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং এর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

-বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সাহিত্যে চিত্রায়িত নারীচরিত্র সমূহ

-অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ

-ছোট গল্প

-কবিতা

লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে সদাশয় লেখক-লেখিকাদের প্রতি আমাদের কতকগুলো সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকবে।

টাইপ করা সম্ভব না হলে পরিষ্কার হাতের লেখায় 8.5X11 সাইজের কাগজের এক পিঠে লিখে ডাকযোগে বা ই-মেইল করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন।

Subimal Chakrabarty
1013 Manchester Drive
Mansfield, TX 76063
USA
subimal@yahoo.com

সংক্ষিপ্ত লেখক-পরিচিতিসহ আপনার ঠিকানা, ই-মেইল ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি লেখার সঙ্গে পাঠাবেন।

বিনীত

সুবিমল চক্রবর্তী

অগ্রবীজ-এর ৬ষ্ঠ সংখ্যার সম্পাদক